উৎসর্গ পত্র।

পরমপূজনীয় সুবিজ্ঞবর, হিন্দুকুলচূড়ামণি ;—

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণামাঃ শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

রাজন্!

দুর্ল্লভ হিন্দুর কুলে জন্মেছি যখন।
এবে হিন্দুকুল রীতি প্রভু করিয়া স্মরণ॥
যোগ্যপাত্রে দান আছে শাস্ত্রেতে বিধান।
সৎপাত্রে উৎসর্গ রীতি আছে হে প্রমাণ॥
অধুনা সৎপাত্র আর কে আছে এমন?
কারে বা অর্পিব মম যতনের ধন॥
সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবিৎ, হিন্দুর ভূষণ।
মানসে বিচারি প্রভু! তেঁই সে এখন॥
উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থ তোমার চরণে।
শুভদিনে, শুভলগ্নে, অর্পিনু এক্ষণে॥
পূতস্নেহ পুরস্কার আছে কি সংসারে?
দিতে পারি সমাদরে স্নেহময় করে॥
তবে যে দিতেছি আজি সাদরে তোমারে।
সে কেবল দাসব্রত দেখাবার তরে॥
জন্মিয়া কায়স্থকুলে, বিধির কল্যাণে।
দাস ব্রতে চিরবদ্ধ (জানি) বিপ্রের সদনে॥
তেঁই সে আনন্দে আজি প্রভুর গোচরে।
বিনম্রে মিনতি করি লইতে সাদরে॥
ভুবন সাধন ধন, রেখো সযতনে।
ভুলোনা, ভুলোনা, দেব! অকৃতী ভুবনে॥
কৃপাদৃষ্টি ইথে প্রভু! কর একবার।
ধর দেব! উপহার **"নিকুঞ্জ-বিহার॥"**

নিতান্তানুগত

সিমুলিয়া মিত্র-ভবন। শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র দাসস্য।

উপহার পত্র।

পরম পূজনীয়

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়! অদ্য শুভদিনে,—শুভলগ্নে আপনার পবিত্র করে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ "নিকুঞ্জবিহার"খানি সাদরে উপহার প্রদত্ত করা হইল। আশা করি মহাশয় আপনার অবকাশ মতে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার সকল পরিশ্রম সফল করিবেন। এ জগতে আপনিই আমার প্রথম উৎসাহ-দাতা। আপনার ঋণ আমি জন্মেও ভুলিব না। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।—

নিতান্তানুগত

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র দাসস্য।

একটী কথা।

বহু ভদ্রজন ও বান্ধববর্গের উৎসাহে অদ্য জনসমাজে "নিকুঞ্জ-বিহার" গীতি-নাট্যখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এখানি কৃষ্ণ বিষয়ক গীতি-নাট্য, সুতরাং আদি রসের ছড়াছুড়ি আছে। প্রেমরসে প্রেম ভাব না থাকিলে চলেনা কাজে কাজেই কিছু বেয়াদপি হইয়াছে, পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া সে দোষটী নিজগুণে ক্ষমা করিলে, ও যত্নে পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই পুস্তকের গীতগুলির সুর তাল দিলাম না কেবল নম্বরানুযায়ী রাখা গেল তাহার কারণ এই যে থিয়েটারের অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে আপনারা নিজ নিজ সুরলয়ে অভিনয় করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সুবিধার জন্য ও আধুনিক নিয়ম অনুসারে আমাকেও সেই নিয়মে বাধ্য হইতে হইল। নিবেদন ইতি।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ ... ... ভগবান বাসুদেব।

স্ত্রীগণ।

শ্রীরাধা ... ... প্রকৃতি প্রধানা, আয়ান-পত্নী।

বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্ররেখা, চন্দ্রপ্রভা মধুমঞ্জরী ও মণিমালিকা ~~ইত্যাদি~~। } শ্রীরাধার অষ্টসখী।

চন্দ্রাবলী ... ... গোপিনী, শ্রীরাধার সঙ্গিনী।

চপলা
চঞ্চলা } ... ... চন্দ্রাবলীর সখিদ্বয়।

অন্যান্য গোপবালা ইত্যাদি।

দৃশ্য—সৌন্দর্য্য।

রাধাকুঞ্জ ও কেলীকুঞ্জে হোরীলীলা।

নিকুঞ্জবিহার

বা

গোপিনীলীলা।

(নাট্য-গীতিকা)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—রাধাকুঞ্জ সন্নিকট বকুলকুঞ্জ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বকুলতলায় দণ্ডায়মান হইয়া মুরলী বাদন করতঃ স্থিতি।)

শ্রীকৃষ্ণ। আহা! বসন্ত আগমনে আজ নিকুঞ্জ-কাননের কি মনোমোহন শোভাই হ'য়েছে! যে দিকে দৃষ্টি করি সেই দিকেই নয়নানন্দকর প্রকৃতির শোভাই দেখ্‌তে পাই। এ দিকে সুগন্ধ কুসুম-ভারে বনলতা কি রমণীয়া শ্রীই ধারণ ক'রেছে; অন্য দিকে সুনাদী বিহঙ্গকুল মধুর স্বরে প্রাণ আকুল কচ্ছে। কোকিলের "কুহু কুহু" রবে আজ আমার প্রাণের ভিতর, আর আমার প্রাণের প্রাণের ভিতর মদনাগ্নি যেন "হু হু" করে জ্বলছে! যাক্‌, আর এখন বিষাদ হৃদয়ে সে প্রেমের ভাবনা ভাবলে কি হবে? কেবল অন্তর্দাহ বৈত নয়!

এক্ষণে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হ'লেই হয়। হায়! আমার কি আশাবৃক্ষে সুফল ফলিবে না! কেনই বা না ফলবে? অবশ্য একদিন না একদিন ফল্‌তেই হবে! যাক্, এখন একটু এই বকুলতলায় বসে বিশ্রাম করি। এখনি আমার ও আমার সেই প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ রাইকমলিনী সঙ্গিনী সনে এই তাঁর কেলিকাননে আস্‌বেন; আমিও প্রাণভরে আজ সেই বিধুবদন দর্শন করে মনপ্রাণ শীতল কর্‌বো। দেখি এখন কি হয়! (বকুলতলায় উপবেশন ও অন্যমনে গীত।)

গীত নং ১।

গোচারণ ছলে, সাথিগণে ফেলে।
আসি বকুলতলে, রাধা পা'ব বলে॥
আমার রাধানামে সাধা বাঁশী;
তাই সদাই (সে) রাধা রাধা বলে॥
রাধা হেথা এলে, শুনি কি সে বলে।
হারি কি পারি এবে, ফেলিতে প্রেমছলে॥
থাকি অন্তরালে, হেরি নয়ন মেলে।
রাধারূপ আঁকি হৃদে, আজি মন খুলে॥

এই যে মেঘ না চাইতেই জল! ঐ যে দেখ্‌ছি রাধা কমলিনী সঙ্গিনী সনে এই তাঁর কেলিকানন উদ্দেশেই আস্‌ছেন। এই বেশ সুবিধা হয়েছে! এই বেলা অন্তরাল হ'তে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যাপারখানা দেখি। (শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষ অন্তরালে লুক্কায়িত হওন।)

(সখিগণ সনে শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা— গীত নং ২।

সখি! কুঞ্জে এলে, ডাকে বাঁশী রাধাবোলে।
কে জানে কে বাজায় বাঁশী, এই বকুলের তলে॥
চল সখি খুঁজি তারে,
ধরি চল মনচোরে,
পাই যদি আনি ধরে, বাঁধি রাখি প্রেম-শিকলে।
"রাধা", "রাধা" বোলে বাঁশী, একুল যে মম মজালে॥

বৃন্দা— গীত নং ৩।

জানি সে চতুর, শ্যাম লম্পটবর;
মজাইয়ে গোপনারী, আর দেখা দেয়না।
দেখিব চাতুরী, কোথা সে বংশীধারী;
আর কেন বংশী লয়ে, হেথা বাজায়না॥
শুন শুন বলি প্যারী, ধরিগে প্রাণের হরি;
সুধাইয়ে তারে বলি, কেন সে আর আসেনা॥
যে মোদের মনচোর, ধরি এস সেই চোর;
পেলে পরে প্রেম-কারাগারে, রাখি দিব সে, জানেনা॥

সখিগণ— গীত নং ৪।

কত, ছলা খেলা, করে কালা, দেখি মোরা কুঞ্জবনে।
মজাইয়ে অবলারে, ব্যথা কি সে পায়না মনে?
লইয়ে মোহনবাঁশরী, শেষ রাধার নিল মন হরি!
এ যাতনা (মোরা) সৈতে নারি, মরি! প্রেম হুতাশনে॥

রমণীর এ কোমল প্রাণে, ব্যথা সে দেয় কোন প্রাণে ?
শেষ একি কালার বিধি হ'ল, দহি মোরা মনাগুণে ॥

রাধিকা— গীত নং ৫ ।

সখিরে! এনে দেও মম শ্যামধনে।
দহিছে অন্তর মম, শ্যামেরি বিহনে ॥
জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
জ্বলুক কি ক্ষতি তায় ;
সহেনা যাতনা হায়! মরি তার অদর্শনে ॥

(নেপথ্যে বংশীরব)

সখিগণ। (আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে)

গীত নং ৬ ।

ঐ আস্‌ছে নাগর, রসের সাগর ;
ও তোমার কমলিনী রাই।
বৃন্দা— এখন বিষাদমুখে ও প্রেমের হাসি,
তাইতে দেখ্‌তে পাই ॥
সখিগণ— চল, চল, মোরা সরে যাই,
দূর থেকে কালার রঙ্গ এস দেখি ভাই।
এখন এলে পরে, বিরহ ঘোচে,
প্রেমানন্দে থেকো সদাই ॥
বৃন্দা— আমরা ত তাই দেখ্‌তে চাই।
এখন কি বলেন শুন রাই ?

রাধা— এখন তোমরা যা বলবে তাতেই রাজি রাই।

সখিগণ—বলি, ভাই! তাইতে দেখ্‌তে পাই।

[শ্রীরাধা ব্যতীত সখিগণের প্রস্থান।

শ্রীরাধা। তাই তো, আমায় একলা ফেলে ছুঁড়িগুলো সব পালা'ল যে দেখ্‌তে পাই!

নেপথ্যে— গীত নং ৭ (কীর্ত্তন সুরে)

আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী
একবার ডাক রাধা বোলে।
আসি এই বকুল তলে,
বাঁশী বাজাই হেসে খেলে॥
চাহি নয়ন মিলে, সুধু রাধায় দেখ্‌বো বলে।
এস হেলে দুলে, কোথা রাধে শ্রীরাধে!
রাখি মন সাধে, এ মম কোলে॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সলাজে বসনে অবগুণ্ঠন দিয়া নতমুখে স্থিতি।)

শ্রীকৃষ্ণ। বদন তোলো রাই কিশোরী।
এই এলো তোমার বংশীধারী॥

(নেপথ্যে বৃন্দাসখী) দেখ দেখ ওলো প্যারি।
ঐ সাম্‌নে তোমার প্রাণের হরি॥

শ্রীকৃষ্ণ— গীত নং ৮।

দিবানিশি যারে ভাবি,
আজি পাইয়াছি সেই ধনে।

হৃদয়-আসনে যারে
(আজি) বসাব বাসনা মনে ॥
হইয়ে সদয় বিধি,
মিলাল (এ) অমূল্য নিধি ;
পাইনু প্রাণের সাথি, আজি এখানে।
দেও প্রিয়ে প্রেম চুম্বন,
খুল এবে মুখবসন ;
এস করি আলিঙ্গন, হেথা হে নির্জ্জনে ॥
(শ্রীরাধার মুখ-বসন খুলিতে উদ্যত)

গীত নং ৯।

শ্রীরাধা— (বাধাদিয়া) ছুঁওনা, ছুঁওনা, ছুঁওনা কালা।
আমি যে গোপের কুলবালা ॥
শ্রীকৃষ্ণ— (বাধাদিয়া) বলি, কেন দেও আর প্রাণে জ্বালা।
শ্রীরাধা— (পুনঃ বাধাদিয়া) সর, সর, সর, হল যে বেলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ— (পুনঃ বাধাদিয়া) যাও, যাও, আর কোরোনা ছলা।
শ্রীরাধা (সরিয়া গিয়া) (জানত) শাশুড়ী বাঘিনী, ননদী নাগিনী ;
দেখ্‌লে দিবে ঠেলা হেলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ— (অগ্রসর হইয়া) বলি, ভয়কি প্রাণ থাক্‌তে এ কালা।
দেখো তখন করি কি ছলা খেলা ॥
শ্রীরাধা— (উক্তি) শুন কালা করি নিবেদন,—
ভাল জানি পুরুষের মন।
আশার আশ্বাসে ফেলি,
শেষ কার্য্য সারি করে পলায়ন।

শ্রীকৃষ্ণ (প্রত্যুক্তি) পুরুষ পরশমণি যতনের ধন।
তারে কি করে কেহ কভু অযতন॥
সাধ্বিসতী পতিব্রতা,
তাহারে স্থধিবে যথা ;
দিবে সে উত্তর তথা পুরুষ কেমন !
আর কি কহিব প্রিয়ে ! তোমারে এখন॥

শ্রীরাধা—অবিশ্বাসী নরের রীতি শ্যাম ! বলবো কি তোমায় !
শুনতে কান্না পায়, হায় ! বলতে লজ্জা হয়॥
একজনের কুল খেয়ে, শেষ অন্য জনে চায়।
আবার তার কুল মজায়ে, অন্যে দেখতে যায়॥
যেমন কুল মজান তোমার রীতি, দেখি এ সময়।
শেষ জেন্তে মেরে পলাইবে, জানি অসময়॥

শ্রীকৃষ্ণ— গীত নং ১০।

হইলাম পরাজিত, এখন দিতেছি নাকেখৎ।
এবার তোমার পাঠশালের পোড়ো হ'ব, এই তোমায় দণ্ডবৎ॥
বলি, কোরোনা বঞ্চিত, হয়েছি তবাশ্রিত ;
থাকবো তোমার অনুগত, শেষ লিখে দিয়ে দাসখৎ॥

শ্রীরাধা— গীত নং ১১।

পুরুষ কি কঠিন, তারে কিসে বল সঁপি প্রাণ।
একেত অবলা মোরা, নাজানি রাখিতে মান॥
পদে ধরি কভু সাধ, কভু ধর অপরাধ ;
বিচ্ছেদ অনলে মলে, বল, কে করিবে পরিত্রাণ॥
তাই বলি ওহে শ্যাম, আশা ত্যজি যাও নিজ স্থান॥

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এ রমণী কি পাষাণী, এমন ত কভু দেখিনি! (প্রকাশ্যে) ছি! ছি! রাধে! এত কোরে সেধেও তোমার মন পেলেম না! কি বল্‌বো, সবই আমার দুরদৃষ্ট বল্‌তে হবে! নিরাশ যথন হয়েছি তখন আর ছাড়ব না, বার বার পুরুষকে যে ঠেস্ দিয়ে অপমান কর, তা'র আজ বেশ শোধ দিয়ে নারীর রীতি বলে তবে যাব। তবে বলি শুন;—

গীত নং ১২।

কোমল অবলা ভেবে, মজিওনা কোন জন।
মুখে সুধা হৃদে বিষ, মোহিতে মানব মন॥
পুরুষে মজাতে প্রাণে, কত যে ছলনা জানে;
কমলে কণ্টক যেন, নারীর তেমতি মন।
(শেষ) বিচ্ছেদ অনলে ফেলে, দহে দেহ (তার) অনুক্ষণ॥
(শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান উদ্যত)

(কুঞ্জবনের চতুর্দ্দিক দিয়া বৃন্দাসহ সখিগণের প্রবেশ)

বৃন্দা—

গীত নং ১৩।

লাজে মরি ছি ছি প্যারি, একি ভাব বলনা।
যাচিত আশ্রিত জনে, কেন দেও যাতনা॥
পূর্ব্বে যার অদর্শনে, ছিলে হে বিষাদ মনে;
এবে পেয়ে সেই ধনে, কর একি ছলনা॥
এস শ্যাম সঙ্গে এস, রাধার লওনা দোষ;
রাধাকুঞ্জে সবে চল, তথা শ্যাম! পূরাব তব বাসনা॥

শ্রীকৃষ্ণ— (বৃন্দার প্রতি) ও সখি!
তুমিই আমার দুঃখের দুঃখী।
শুনি, তোমার নাম কি বিধুমুখি?
বলি, তুমি কি আমার রাধার সখি?

ললিতা— হাঁ্যা, উনিই রাধার প্রধানা সাথি।

বিশাখা— শ্যাম! জাননা উনিই সেই বৃন্দে দূতী।
যিনি খবর লন তব দিবারাতি॥

বৃন্দা— শ্যাম! চল চল এখন মোদের কুঞ্জে।
আস্‌বে অলি তোমায় দেখে গুঞ্জে গুঞ্জে॥

ললিতা— উনি কি ভাই কুসুমকলি,
তাই আস্‌বে ছুটে অলি?

বৃন্দা— ভাই! জাননাত শ্যাম রসবরে!
মধু ভরা রস যে তার সদা ঝরে॥

বিশাখা— তাই বুঝি অলি এসে পান করবে ঘুরে ফিরে?

বৃন্দা— এখন ওসব তর্ক রেখে, চল এবে রাধার ঘরে।

[মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বামে শ্রীরাধা, দক্ষিণে বৃন্দাসখী দণ্ডায়মানা হইয়া শ্রীরাধার করে শ্রীকৃষ্ণের কর মিলাইয়া সকলের আনন্দে বিহার করিতে করিতে সখিগণ কর্ত্তৃক কুঞ্জ-পুষ্পচয়ন করিয়া রাধাকৃষ্ণ উদ্দেশে আনন্দে নিক্ষেপ করতঃ গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

সখিগণ— গীত নং ১৪।

চাঁদে চাঁদে আজ মিলেছে ভালো।
ও সই! রাধার রূপে হ'ল ভুবন আলো॥
বামে রাই গোরাচাঁদ, দক্ষিণে মোদের শ্যামচাঁদ;
চাঁদের হাট বস্‌লো কিবা! এসে দেখলো॥

রবি শশী একাধারে, ধরায় কি শোভা ধরে;
মোহিল মোদের মন, হের রাধাশ্যামে মিলিলো॥

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

(চপলা ও চঞ্চলা আসীনা।)

চঞ্চলা—সখি চপলে!
হের এই নিকুঞ্জকানন,
আজি কিবা হয়েছে শোভন!
রাজনন্দিনী সখী চন্দ্রাবলী;
নিজ মনচোর সেই শ্যামচাঁদ তরে,
সযতনে নিজ হস্তে সাজালেন বসি।
তাই হের কিবা হয়েছে সুন্দর!
এস সখি হেরি প্রাণ ভরে।

চপলা—সত্য যা কহিলে সখি!
স্বর্গের নন্দনকানন,
তুচ্ছ আজি ভাবি এ কানন কাছে।
ঐ শুন ভ্রমর গুঞ্জন,
হের, মত্ত প্রাণে ধায় অলিগণ;
বসি ফুলে করে মধুপান।

কিন্তু কোথা জীবন সঙ্গিনী,
রাজনন্দিনী সখী আমাদের!
চল, তন্ন তন্ন করি, বন, উপবন,
খুঁজি এস তাঁরে।

চঞ্চলা—সখি! কেন ভাব মিছে,
সখি বুঝি শ্যাম কাছে।
ঐ দেখ দ্বার রুদ্ধ আছে;
এই বেলা এস পাছে পাছে।
গুপ্ত ভাবে দেখি চল রঙ্গ সে কালার,
আর আমাদের রঙ্গিণীর ভাব।

চপলা—ভাল, ভাল, তাই তবে চল।

(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া)

একি! দ্বার খুলে ঐ যে সখি আসে
ম্লানমুখে এই দিকে।
কৈ, শ্যামধন কোথা চলে গেল?

চঞ্চলা—কি জানি কি বুঝিব সখি,
শ্যাম ছলা খেলা।
তাঁর লীলা কে বুঝিবে বল?

চপলা—ঐ হের সখির আমার,
আঁখি দিয়া বহে অশ্রুজল।

(কুঞ্জ-কুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতঃ চন্দ্রাবলীর ম্লানমুখে প্রবেশ)

(চন্দ্রাবলীর ভাব হেরিয়া)

সখিগণ— গীত নং ১৫।

কেন সখি! অশ্রুভরা হেরি ও নয়ন।
মুছ মুছ আঁখি জল (মোরা) ধরি শ্রীচরণ॥
(সখিগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রার চরণ ধারণ)
সে শ্যাম লম্পট, দেছে কি চম্পট;
তাই বুঝি আঁখিনীরে, ভাসে ও বদন।
দেখি দেখি সে চতুর কোথা রহে এখন॥

চন্দ্রা—(ক্রন্দন করিতে করিতে) সখি! মিছে শুধু মোর কুঞ্জে আসা
যার তরে করি আশা, সে ভাঙ্গিল এ সুখের বাসা॥

চপলা—(স্বগত) ঐ যা এক ঢেউতেই কল্লে ফর্‌শা।
তবে আর মোদের কিসের ভরসা॥

চঞ্চলা—(চন্দ্রাবলীর চক্ষু মুছাইয়া)
তব মন আশা, কিবা সখি! বলনা প্রকাশি?
জানত আমরা তব, অনুগতা চির দাসী॥

চন্দ্রা।— (কীর্ত্তন সুরে)

বৃথা এ জীবন বৃথা কুঞ্জবন, বৃথা মমরূপ সই!
গোপিনীমোহন কুঞ্জের ভূষণ, আমার এ কুঞ্জে কই?
এখন প্রাণান্ত হলে আমি বড় সুখী হই।

চপলা। সখি! বালাই, বালাই! মরণের কথা মুখে আস্তে নেই! কার ধার করে খেয়েছ যে মত্তে সাধ কোচ্চো।

চঞ্চলা। আরে বোঝোনা সখি! কালার কাছে যে উনি প্রেম-ঋণে বদ্ধ আছেন, সেই জন্যেই ত অত আক্ষেপ।

চন্দ্রা। যাও সখি! আমি মরচি এখন আপনার জ্বালায়!-

এখন আমার আর ও রঙ্গরস ভাল লাগে না। বিরহ যে কি বিষম জিনিষ যদি জান্তে তা' হলে অমন কত্তে না, টের পেতে ভাই শেষকালে।

চঞ্চলা। আর আমায় জান্তেও যেন না হয়। যা হোক্ সখি! মিছে আর সে লম্পটটার জন্যে ভাবলে কি ফল হবে? তার চেয়ে এস ফুল্লমনে এই কুঞ্জবনে আমরা সুখে বেড়াই! মন প্রাণ সুখী হবে, আর অন্যমনা হলে সবই ভুলে যাবে। সেই বেশ! তাই করি না, এস।

চন্দ্রা। না সখি! আমার এক্ষণে কিছুই ভাল লাগছে না।

(অন্য মনে) গীত নং ১৬।

মরি! মরি! মম প্রাণ গেল।
আস্‌বো বলে আশা দিয়ে শ্যাম আর নাহি এ'ল॥
রজনী জাগিয়ে, চাঁদপানে চেয়ে;
সে দুঃখনিশি একুঞ্জে বসে পোহা'ল।
রাধারে যে ভালবাসে, সে আসবে কেন মম বাসে;
পড়ে তার প্রেমপাশে, আমায় কেন দেখ্‌বে বল॥

চপলা— গীত নং ১৭।

এবার কুঞ্জে এলে শ্যাম, আর কথা কহিওনা।
ভুলিয়ে তাহার মুখ, কভু সখি চাহিওনা॥
এবার এলে কালশশী, মান ভরে থেকো বসি;
তোমারও মুখশশী, সে না দেখলে বাঁচবেনা।
তোমায় যদি এসে সাধে, তবু কথা কহিওনা॥

চন্দ্রা— গীত নং ১৮।

সাধে কালা গেল চলে, সাধাই তারে দাস বলে;
তাই নাথ কাঁদাইলে? এ অবলা বালায়॥
কোথা তুমি প্রাণ সখা, মরি, হরি! দেও দেখা;
তোমা বিনে প্রাণ রাখা, হ'ল বুঝি দায়॥
সখি সবে পায়ে ধরি, আন তারে ত্বরা করি;
নহে প্রাণ পরিহরি, এ বিরহ জ্বালায়॥

চঞ্চলা— গীত নং ১৯।

চল তবে সহচরি, যাই শ্যাম অন্বেষণে।
খুঁজি গিয়ে শঠবরে, বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে॥
পরি রাখালের বেশ, সাজি এস অবশেষ;
বনে বনে খুঁজি আজ, তোমার সেই হারাধনে।
চল দেখি কালা কোথা, করে কেলি অন্য সনে॥

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীর—রাধাকুঞ্জ।

(মণিময় ময়ূরাসনে শ্রীরাধা আসীনা।)
(প্রত্যেক বৃক্ষতলে শ্রীরাধিকার অষ্ট সখী এক একগাছি ফুলহার হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া আনন্দে মধুর সঙ্গীত।)

গীত নং ২০।

ললিতা— নয়ন রঞ্জন, মানস মোহন।
আজি এই উপবন, কিবা শোভা ধরে॥

বিশাখা— শ্রীরাধা স্থজিত, সাধুজন পূজিত।
হেথা, গোপীগণ চিত, পুলকিত করে॥

চম্পকলতা—কোথা বৃন্দাবন ধন, এস হে এখন।
কর দরশন, আজি প্রাণ ভরে॥

চিত্ররেখা— পাপিয়া "পিউ, পিউ" কোকিল "কুহু, কুহু ;"
ডাকে শাখে কিবা! পঞ্চমে কুহরে॥

চন্দ্রপ্রভা— ঐ হের, হরবোলা হরবোলে ;
মুঞ্জ কুঞ্জ দোলে, ধীর সমীরে॥

মধুমঞ্জরী— ভ্রমর গুঞ্জন, মত্ত করে প্রাণ।
অলি করে "গুণ, গুণ" শুনে প্রাণ শিহরে॥

মণিমালিকা—বল হরিবোল, তুলে আনন্দ রোল।
প্রাণ ভরে ডাক সেই হরে মুরারে॥

বৃন্দা— বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, স্বয়ম্ভু বন্দিত।
ডাক সেই গোপীগণ মনচোরে॥

রাধিকা। (বৃন্দা উদ্দেশে) সখি! তোমরা ত আপনা আপনি আমোদ কোচ্চো, এখন আমার প্রাণের হরি কৈ ?

বৃন্দা। কে জানে, তুমিই জান সই!

ললিতা। আমাদের ত মালা গাঁথা হ'ল, কুঞ্জবন সাজান হ'ল, এখন নিকুঞ্জবিহারী হরি এলেই মনসাধ পূর্ণ হয়।

বিশাখা। তা ঠিক্ বটে! কিন্তু সে কালা এম্নিই বটে; এখন তিনি প্রেমের হাটে।

চম্পক। না, না,—এখন বুঝি গেছে গোঠে, কিম্বা সেই চন্দ্রার ঘাটে।

চন্দ্রপ্রভা। দেখ, আজ আমাদের ভাগ্যে কিবা ঘটে।

মধুমুঞ্জরী। সে যা হোক্ ভাই! নিকুঞ্জবিহারীই এ কুঞ্জের ভূষণ! তিনি না এলে এ কুঞ্জের শোভা হয়না।

মণিমালিকা। তা বৈকি সই! আমাদের রাধা আবার কালার বামে না বসলে সে বাঁকারই শোভা হয়না। সুতরাং সকল শোভার শোভা আমাদের শ্রীরাধা।

চিত্ররেখা। যথার্থ বলেছ সই! ঠিক্ আমার প্রাণের কথাটি টেনে বার ক'রেছ।

ললিতা। না, ভাই! বাঁকার শোভা হচ্চে তার সেই মোহন বাঁশীটি। সেটি হাতে না থাকলে কিছুরই শোভা হয় না।

বিশাখা। তোর ভাই! এ কি রকম কথা আমি ত বুঝিনে। বাঁশীর আবার শোভা কিসের? সে ত খালি অবলার কুল মজান শোভা বৈত নয়?

বৃন্দা। তোমরা আপনা আপনি মিছে কেন ঝকড়া কচ্চো? কোন ফল হবে না। আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিই শুন;—বাঁকার সকল শোভার শোভা শ্রীরাধা, আবার শ্রীরাধার শোভা শ্রীকৃষ্ণ, আর এই সমস্ত কুঞ্জকাননের শোভা সেই যুগলরূপ। আমরা আজ সেই যুগলরূপ দর্শনের প্রার্থিনী। সে মোহনরূপ দর্শন কল্লেই এখন সকল সুখে সুখী হই।

মধুমঞ্জরী। বাঃ, আমরা বুঝি আর এ কুঞ্জের শোভা নই?

বৃন্দা। সখি! তুমি আমার কথার ভাব বুঝতে পারনি। একবার স্থির মনে ভেবে দেখ, সবই বুঝতে পারবে।

চম্পকলতা। বলি, মধুসখি! বুঝলে না? আমরা না এলে কি যুগলরূপের শোভা হয়।

শ্রীরাধা— গীত নং ২১।

সখিরে! মিছে শুধু কুঞ্জে আসা—আর কুঞ্জে আসিব না।
কুঞ্জে এলে বলো তারে, যেন আমারে খোঁজেনা॥
শ্যামেরি বিরহানলে, জ্বলে মোর প্রাণ জ্বলে;
এখন সে এলে পরে, আর আসিতে দিওনা।
নিভান অনল হৃদে, আর সখি জ্বালিওনা॥
সখিরে! মনে করি মান করি, কথা আর ত কব না।
শ্যামধন এলে পরে, ভুলে কভু চাহিব না॥
যা' করি তা মনে মনে, বাঁচিনে তা'র অদর্শনে;
এবে পেলে শ্যামধনে, আর কভু ছাড়িব না।
হৃদয়-পিঞ্জর হ'তে, পালা'তে ত দিবনা॥
সখিরে! কালজল ছুঁইবনা, কালসখী রাখিব না।
কাল মেঘ হেরিব না, কাল ধেনু পালিব না॥
আঁখি তারা উপাড়িব, কাল বেণী মুড়াইব;
যে বলিবে কাল ভাল, তারে আর চাহিব না।
"কৃষ্ণ" নাম কোন সখী, আর যেন করিওনা॥

বৃন্দা। সখি! তুমি যে দেখ্‌ছি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়ে পড়্‌লে? ভাবনা কি? এখন ত শ্রীকৃষ্ণের আস্‌বার সময় যায়নি। স্থির হও, এখনি আস্‌বেন; নয় বল সে কালাচাঁদকে এখনি ধরে নিয়ে আসি।

শ্রীরাধা— কাজ নাই আর তারে আর।
মিছে বহি কেন দেহ ভার॥
যে হ'লনাক আমার!
তারে কেন বল ভালবাসি?

বৃন্দা— যে যাহারে ভালবাসে,
সে থাকিবে তার কাছে ;
তবে কেন ভেবে মিছে,
হইতেছ জ্বালাতন ?

শ্রীরাধা— সই ! মন বুঝেনা কেমন,
তাই তার লাগি জ্বালাতন।
সেজন চতুর যদি আগে জানিতাম,
তাহ'লে কি মন প্রাণ তারে সঁপিতাম ?

বৃন্দা। সখি, আমাদের ভাঙ্গেন ত মচ্‌কান না। এদিকে ত শ্যামের জন্যে অস্থির হচ্চেন ; কিন্তু অন্যদিকে বড়াই কত্তে ছাড়েন না। এই ত্রিসত্য করে চল্লুম, আর তোমার বিরহে কাজ নাই ! এই বল্‌চি মুখ তুলে শোন, শ্যামকে ধরে হাজির কোর্‌বো, কোর্‌বো, কোর্‌বো, তবেত ছাড়্‌ব।

গীত নং ২২।

বিরহ কি মুখের কথা, মনে কল্লেই অগ্নি হয় ?
যখন তার ঢেউ উঠে, কখন হাসায় কখন কাঁদায় ॥
* * * * * *

[বৃন্দার গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

শ্রীরাধা— (স্বগত) প্রেমের বটে এম্‌নি টান।
করে প্রাণ আন্‌চান্ ॥

বৃন্দাসখী যা বলেছে মন্দ নয়। আমিই দেখনা কখন একলা বসে শ্যামের জন্যে একবার হাসি, আর একবার কাঁদি। (প্রকাশ্যে)

সখিগণ !
দেও মোরে বিদায় এখন,

হই এবে যমুনা মগন ;
মিছে কেন মন, ভাবি অকারণ,
হই জ্বালাতন, লাগি শ্যামধন।

ললিতা— বোলোনা, বোলোনা, ওকথা বোলোনা ;
শ্যাম কেমন ধন, তাওকি জাননা ?

বিশাখা— শ্যাম কি ভাই তোমায় ছেড়ে,
থাক্‌তে পারে অন্যে হেরে,
যে পড়েচে তব প্রেম নীড়ে,
সেই শ্যাম দেখ এসে পড়ে॥

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি।)

শ্রীরাধা— ঐ সখি, শুন বেণু বাজে! (আনন্দে গীত।)

গীত নং ২৩।

ঐ গো ঐ বাজলো বাঁশি, প্রাণ আকুল করে।
একলা গিয়ে বকুলতলায়, দাঁড়িয়ে কালা আমার তরে॥
বাঁশি শুন্‌লে নাচে প্রাণ,
উধাও হয়ে ছুটে গিয়ে, চুমি সে বয়ান।
পাগল বাঁশি, আপনি আসি, আবার চুমে অধরে॥

ললিতা। (স্বগত) বাঁশি শুনে রাধার ফূর্ত্তি আর ধরে না। (প্রকাশ্যে রাধার প্রতি) বলি, সখি! প্রেমের এমনিই আটা বটে! একবার লাগলে ছাড়ান দায়।

বিশাখা। পিরীতি যেন কাঁঠাল কোষ,
পেটে সইলেই রেলখোস।

(রাখালবালকবেশে চন্দ্রাবলী ও সখিগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত নং ২৪।

বালকগণ— আমরা রাখালবালক গোঠে ধেনু চরাই।
১ম, বালক— ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দেনা রাই।
২য়, বালক— মোদের বেণু লয়ে কোথা লুকাল কানাই।
হেথা খুঁজে খুঁজে মোরা এসেছি তাই ॥
৩য়, বালক— তোরা কি তারে বল, দেখেছিস্ মাই?
চল ভাই ঘরে, কানাই হেথা ত নাই ॥

[কুঞ্জবনের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ছদ্মবেশী রাখালবালকগণের প্রস্থান।

রাধা। তাইতো, সব আশায় যে পোড়া ছাই পড়লো! তবে আর এখানে থেকে কি করবো, যেখানে মন যায় সেইখানেই চলে যাই। এখন মরণ হ'লেই জীবন জুড়ায়। (প্রস্থানোদ্যোগ।)

সখিগণ। (চতুর্দ্দিক হইতে বাধা দিয়া) ছি! ছি! রাধে! কর কি? অমন অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করোনা।

(সকলে মিলিয়া রাধাকে আনিয়া পুনঃ সিংহাসনে উপবেশন করণ।)

বিশাখা। (রাধা উদ্দেশে) ঐ দেখ সখি! হাসতে হাসতে বৃন্দেদূতী এইদিকেই যে আস্‌চে। বোধ হয় কোন সুখসংবাদ এনে থাকবে।

(ফুল্লমনে বৃন্দার প্রবেশ)

ললিতা—(বৃন্দা উদ্দেশে) কি সখি! ত্রিসত্য করে যে গেলে তার কি হ'ল? কই, শ্যাম আমাদের কোথায়?

বৃন্দা। যেথায় থাকুক না কেন, যখন আমি প্রতিজ্ঞা

করে বেরিয়েছি তখন সে কাজ কি আর সেরে না এসেছি, ক্ষণ পরে এইখানেই দেখতে পাবে। (শ্রীরাধার উদ্দেশে) ছি! ছি! রাধে! তোমায় শত ধিক্! রমণী হয়ে এমন নিষ্ঠুর হতে তো কারেও দেখিনি। বার বার পায়ে ধরে, এমন কি দাসখৎ পর্য্যন্ত লিখিয়ে নিয়ে, দুর্দ্দশার একশেষ করেও কি তোমার মন তৃপ্তি হয়নি? কি যে তোমার এক দুর্জ্জয় মান এসে ঘাড়ে চেপেছে, কিছুতেই ত সে মান আর ভাঙলো না। ওদিকে ত শ্যামকে এক দণ্ড না দেখলে মণিহারা ফণির মত ছট্‌ফট্ করে বেড়ান। যা হোক্ চতুরের সঙ্গে থেকে থেকে খুব চতুরালীই শিখেছ? আজ তোমার অভাবে শ্যামের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে, তাত তুমি দেখতে পাচ্ছ না। সে এখন সংসার ত্যাগ করে বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে সন্ন্যাসীবেশ ধরে, কেঁদে কেঁদে "রাধে," "রাধে," করে বেড়াচ্চে, আর তুমি হেথায় রত্নসিংহাসনে বসে মজা কচ্ছো? ধিক্ তোমায়, ধিক্ তোমার হেন প্রেমে, আর ততোধিক্ আমাদের এই ছার জীবনে! আমরাও কিনা আজ শ্যামের এ দুর্দ্দশা বসে বসে দেখচি! আজ শ্যামের দুর্দ্দশা দেখলে কঠিন পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব হয়, এমন কি বনের পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদছে। একবার দেখ তার দুর্দ্দশা কি হ'য়েছে!

শ্রীরাধা। বৃন্দে! যথেষ্ট হ'য়েছে! আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিওনা। এ গঞ্জনা আমার উপযুক্ত বটে। এখন আমার সেই প্রাণের প্রাণ শ্যামধনকে এনে দাও; একবার তারে দেখে নয়ন মন চরিতার্থ করি। (বৃন্দার চরণে ধরিয়া) বৃন্দে! তোমার পায়ে ধরি, ত্বরা এনে দেও আমার প্রাণের হরি।

বৃন্দা। ওকি কর রাধে! (পদ সরাইয়া) পদে ধর কেন? "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" পূর্ব্বে তাই কল্লে ভাল হতো না? যা রয় সয় সেই করাই ত যুক্তিসিদ্ধ। এখন আর ভেবনা, আর কেঁদোনা; শীঘ্রই তোমার শ্যাম এখানে প্রেম-ভিক্ষা চাইতে আস্‌বে, কিন্তু এবার তাঁরে অপমান কল্লে দেখো বোঝা যাবে।

শ্রীরাধা। আর কেন গঞ্জনা দাও সখি! যথেষ্ট ফল ভোগ হয়েছে। সে শ্যামকে এখন অপমান করা চুলোয় যাক্, হৃদয় হ'তে আর নাবাব না। ঐ দেখ সখি! শ্যাম আস্‌ছে। হায়! হায়! শ্যামের আজ সে শ্রী নাই! ধিক্ মোরে! আমার কারণ আজ শ্যাম প্রেমের সন্ন্যাসী! সখি! আমিও সন্ন্যাসিনী হ'ব! (ক্রন্দন)

বৃন্দা—(রাধার চক্ষু মুছাইয়া) না সখি! আর তোমায় সন্ন্যাসিনী হতে হবে না, এইখানেই তোমার প্রেমের ফুল ফুটবে।

(যোগীবেশে শ্রীকৃষ্ণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত নং ২৫।

ভিক্ষা দাও রাধে শ্রীরাধে।
আমি নূতন যোগী বেড়াই কেঁদে কেঁদে॥
(রাধা নাম সেধে)
(স্বধু মুখের কথাটী রাধে॥)
আমি প্রেমের সন্ন্যাসী,
মেখে গায়ে ভস্মরাশি;
তাই তোমায় দেখ্‌তে আসি।

এথন প্রেম-ভিক্ষা দাও শ্রীরাধে।
তোমায় একবার দেখি মন সাধে ॥

শ্রীরাধা— গীত নং ২৬।

যোগীবেশ ত্যজ কালা ধরি তব পায়।
ও বেশ হেরিলে প্রাণে, বড় জ্বালা দেয় ॥
ত্যজ ত্যজ ও ভূষণ, ধরি তব শ্রীচরণ;
কর দোষ মার্জ্জন, রাথ রাঙ্গা পায় ॥
মিনতি আমার রাখ, কস্তুর চন্দন মাথ;
বিভূতি ভূষণ ত্যজে, লও এ রাধায় ॥

(শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্যামের যোগীবেশ উন্মোচন করিয়া নটবরবেশে সুসজ্জীভূতকরণ, পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আনন্দে গীত।)

গীত নং ২৭।

দেথ, দেথ, এবে কালা কিবা সেজেছে তোমায়।
যেন স্বর্গ হ'তে শশী আসি ধরাতে উদয় ॥
ত্রিভঙ্গে হে নটবর, করেতে বাঁশরী ধর;
বঙ্কিম আঁখিতে হের এদাসী রাধায় ॥
চল ঐ কুঞ্জবনে, সুখে কেলী তব সনে;
আর কেন বিষাদ মনে দাঁড়ায়ে হেথায় ॥

(শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গলে মাল্য প্রদান করতঃ হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া নিজে বামপার্শ্বে উপবেশন। সখিগণের আনন্দধ্বনি ও রাধাশ্যাম উদ্দেশে পুষ্পনিক্ষেপ করতঃ প্রত্যেক সখী কর্ত্তৃক যুগলগলে মাল্য প্রদান। বৃক্ষ হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও সখিগণের সনে কুঞ্জবিহার। সখিগণের আনন্দে নৃত্যগীত।)

সখিগণ—(পুষ্প নিক্ষেপ করিতে করিতে)

গীত নং ২৮।

আহা! কিবা শোভা মনোলোভা, যুগলরূপে মন মোহিল।
রাধা-কুঞ্জে আজি শ্যামের বামে, কমলিনী রাই ঐ বসিল॥
ঢাকা মেঘে রবির আভা, মেঘে যেন বিজলী প্রভা;
ভূতলে মাধবীলতা, তমালে আসি ঐ বেড়িল॥

(সন্ন্যাসীবেশে চন্দ্রাবলী ও সখিগণের প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী— গীত নং ২৯।

মুখে বলি ববম্ ভোলা, (কিন্তু) প্রাণে জাগে ঐ কালা।
একি বল হ'ল জ্বালা, ভোলা ভুলে ভাবি বনমালী॥
এই কি শ্যাম উচিত হ'ল, আসবো বলি করি ছল,
এবে এ কুঞ্জে কি হয় বল, ভাল খেল চতুরালী॥

চন্দ্রার সখিগণ— গীত নং ৩০।

তোমায় চিনেছি চিনেছি বনমালী।
মোদের কুলে দিয়ে কালি, খেল বড় চতুরালী॥
বলি, জানত শ্যামের রীতি,
এখন তোমার কি হবে গতি;
না বুঝে আগে সতী, প্রেম কেন কল্লে বলি।
শ্যাম যখন যার কাছে থাকে,
(জানি) তখন তার মন রাখে;
হেথা কি হবে আর, ফিরে চল চন্দ্রাবলী॥

(নিরাশ হৃদয়ে চন্দ্রাবলীর গমনোদ্যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ— (চন্দ্রাবলীকে বাধা দিয়া)

গীত নং ৩১।

যেওনা, যেওনা, শুন প্রাণ চন্দ্রাবলী !
আমার মনের কথা আজি তোমায় খুলে বলি ॥
ত্যজে ও সন্ন্যাসী বেশ, পর পর নিজ বেশ ;
তবে ত দেখাবে বেশ, যেন কুসুম কলি।
নিরাশ হৃদয়ে কেন, কর প্রাণ প্রস্থান ;
রাধা সম তুমি মম, এস হোরী খেলি।
চল মম কেলীকুঞ্জে সকলেতে মিলি ॥
বলি হাসি মুখে শুন, রাধা মম কে তা জান ?
প্রকৃতি প্রধানা প্রাণ, তাই তোমায় বলি।
নিরবধি সাধি তাই, তবু কেঁদে নাহি পাই ;
শেষে সেধে ঐ বৃন্দায়, সে ধনে পেল এ বনমালি ॥

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চন্দ্রাবলীর বসন পরিবর্ত্তন করাইয়া রাধা ও সখিগণ সনে কুঞ্জ-বিহার করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে আসিয়া শ্রান্তিদূর করণার্থে উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলী উদ্দেশে) শুন প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ! এখনও কি তোমাদের পরস্পরের ভ্রম ঘুচলো না ? এখনও কি তোমরা আমায় ভাল করে চিন্তে পারনি ? তাই বুঝি আজ শ্রীরাধার কুঞ্জে এসেছি বলে হিংসা কোচ্ছো। ভাল, আজ তোমাদের সকলকে আমি এমন এক অদ্ভুত ভাব দেখাব যে তা'তেই সকলে আমায় বিশেষ করে জানতে পারবে। তাই দেখ্‌ছি, এখন তোমরা আমার ভাব ও লীলা আদপে বুঝতে পারনি, সেই

সংশয় ভঞ্জনার্থে আমি এক কথা বলি শোন। তোমরা আজ এই কুঞ্জে যত গোপবালা আছ, চক্ষু মুদিয়া ভক্তিভরে জ্ঞান-চক্ষে একবার দেখদেখি আমি কোথা।

(গোপিনিগণের তথাকরণ ও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি স্ব স্ব নিকটে দর্শন করিয়া সাশ্চর্য্যে হরির শ্রীপদ ধরিয়া)

সখিগণ। (প্রকাশ্যে) এতক্ষণে হরি! আমাদের ভ্রম ঘুচ্‌লো। তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তা বেশ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি। হে হরি! আমরা নির্ব্বোধ অবলা, আমাদের সব দোষ মার্জ্জনা কর।

চন্দ্রা। (স্বগত) তাই ত, এ কি হলো! হরি ত এক কিন্তু এখন দেখ্‌চি হরি যে অনন্ত। তিনি সকল স্থানে সকলের নিকট বিদ্যমান আছেন। হরি যে সাক্ষাৎ ভগবান তা এখন বেশ বুঝতে পাল্লেম। এখন আমার ভ্রমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) দয়াময় হরি! তোমার লীলা অনন্ত। তোমার শ্রীচরণে এ দাসীর শতকোটি নমস্কার! কিন্তু হরি! শেষ তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেমন তুমি আমাদের পরস্পরের মনোবিবাদ ও ভ্রম ভঞ্জন কল্লে, আবার অন্তিমে তেমনি যেন তোমার ঐ শ্রীরূপ সজ্ঞানে দেখে মরি; আর মৃত্যুর পর যেন পরলোকে চিরকাল ও রাঙ্গাপদের সেবা-দাসী হ'য়ে আজীবন সুখ ভোগ করি। আর যেন সংসারে এসে অনন্ত যাতনা ও এমন ক'রে বিরহ যাতনা ভোগ কত্তে না হয়। হরি! দাসীর সকল দোষ ক্ষমা কর। (পদ ধারণ)

গীত নং ৩২।

অচিন্ত্য তোমার লীলা, লীলাময় শ্রীমুরারী।
কাহারে কাঁদাও কভু, কার বা প্রেমভিখারী॥
কত রূপে কত খেলা, খেল তুমি ওহে কালা,
অনন্ত তোমার লীলা, কেমনে বুঝিতে পারি।
এই সৃষ্টি কর সৃজন, কভু বা কর পালন;
মুহূর্ত্তে কর নিধন, হে সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! আচ্ছা তোমার মনবাসনা পূর্ণ হবে, এখন আমার পদ ছাড়। (চন্দ্রাবলীর পদত্যাগ) আচ্ছা, এখন বল দেখি প্রিয়ে তোমার মনের আঁধার ঘুচেছে কি না? স্থূলকথা, আমায় যে যখন যে ভাবে দেখ্‌বে, আমিও তখন তা'র কাছে সেই ভাবে বিরাজ কর্‌বো। জান ত আমার অন্য নাম লীলাময়! এ জগতে আমার লীলার জন্যই অবতীর্ণ হওয়া, আমি লীলা খেলা বড় ভালবাসি।

চন্দ্রা। হরি! তোমার কৃপায় এখন আমার দিব্য জ্ঞান লাভ হ'য়েছে আর মনের আঁধারও ঘুচেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে প্রিয়ে! আমার আর একটী অনুরোধ রাখ। রাধার উপর আর তোমার ঈর্ষা রেখনা। এস তোমাদের পরস্পরের ভগ্নীভাবে সখ্যতা স্থাপন করি। (রাধার করে চন্দ্রাবলীর কর স্থাপন করিয়া) এখন তোমরা পরস্পরে ভগ্নীভাবে সম্বোধন করিয়া আলাপ কর, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি।

শ্রীরাধা। ভগ্নী চন্দ্রাবলি! আমার দোষ মার্জ্জনা কর। (নমস্কার করণ)

চন্দ্রা। ভগ্নী শ্রীরাধে! আমার শত শত দোষ তুমি হাস্য-মুখে মার্জ্জনা করে সুখী কর। আজ হ'তে আমি তোমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী সম, এমন কি শ্রীচরণের দাসী সম্ব হইলাম, আমায় শ্রীচরণে স্থান দাও। (প্রণাম করণ)

শ্রীরাধা। ছি, ছি, সখি! ও কথা মুখে আনতে নেই। আজ হ'তে তুমি আমার প্রাণের প্রধানা সখী হ'লে। পূর্ব্বে তোমার সনে আমার যে সপত্নী ভাব ছিল, আজ কালার কৃপায় তাহা মন হ'তে দূর হ'ল। এস আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করে কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী হরিকে লয়ে আজ সুখে বিহার করি।

(শ্রীরাধায় ও চন্দ্রাবলীতে পরস্পরে আলিঙ্গন, শ্রীকৃষ্ণ ও সখিগণে মিলিয়া উভয়ের প্রতি পুষ্প নিক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! প্রিয়ে শ্রীরাধে! এখন আমার মনবাসনা পূর্ণ হ'ল। আমি এখন বড়ই পরিতুষ্ট হ'য়েছি; কিন্তু এক্ষণে এই নূতন বসন্ত উৎসবে আর এক নূতন উৎসব এস আমরা করি।

শ্রীরাধা। কি উৎসব কর্‌বে হরি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার কেলীকুঞ্জে আজ খেলবো হোরী।

চন্দ্রা। ভাল, ভাল, চল তবে ত্বরা করি।

চন্দ্রা— গীত নং ৩৩।

প্রেমের হাসি ভালবাসি; (সে) হাসি দেখে প্রাণ জুড়ায়।
প্রাণ খুলে প্রাণ আপ্‌নি হাসে (যে) প্রেমভাষে তোষে সবায়॥
প্রেমের আশা, প্রেমের ভাষা; প্রেমিক প্রাণের ভালবাসা;
জান্‌তো যদি পুরুষ পাষাণ, সুখের তুফান উঠ্‌তো ধরায়॥

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ দৃশ্য।

কেলীকুঞ্জ।

(শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী ও যতেক গোপবালাগণের প্রবেশ ও হোরীলীলা)

বৃন্দা— (রাধা প্রতি) দেখ সখি! আজি কিবা শোভে নন্দলাল।
আবিরেতে হ'য়ে কালা এবে লালে লাল॥

শ্রীরাধা— এস মোরা কালার গায়ে দিই পিচকারী।
দেখি কালা আজ কত খেলে হোরী॥

(শ্রীরাধা ও সখিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের অঙ্গে পিচকারী দেওন।)

চন্দ্রা— ছি! ছি! শেষ হেরে গেলে হরি।

কৃষ্ণ— এবার দেখি হারি কি পারি।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সকলের অঙ্গে পিচকারী দেওন)

সখিগণ—আচ্ছা কালা! জয় তোমারি, আর দিওনা পিচকারী।

(সখিগণের বাধা দিয়া নিবারণ)

চন্দ্রা। ঐ দেখ! দেখ! পালাল প্যারী।

কৃষ্ণ। (করতালি দিয়া হাস্য করতঃ)
দুয়ো! দুয়ো! বলি, কেন সবে পালালে পালে পাল॥

(সকলে পরস্পরে হোরীলীলা)

সখিগণ— গীত নং ৩৪।

নয়ন ভরে দেখলো কিশোরী।
ব্রজরাজের রঙ্গ দেখ আ'মরি মরি॥

লয়ে ব্রজনারী, করে লয়ে পিচকারী।
লালে লাল কল্লে কালা, খেলে হোরী॥
এখন আমরা পালিয়ে চল, গা ধৌত করি।
দেখ্‌লে পরে কালা এসে দিবে পিচকারী॥

শ্রীকৃষ্ণ। না, আর আমি পিচকারী দেবনা। ভয় নাই তোমরা একটু বিশ্রাম করে যমুনাতে গা ধৌত করগে যাও, আমিও যাচ্চি। আজ হোরী খেলে বড়ই সন্তোষ লাভ কর্‌লেম। আজ আমার নিকুঞ্জবিহার ও হোরীলীলা সাঙ্গ হলো। এখন চল সবে যমুনাতে গিয়ে জলকেলী করি।

[শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সখিগণের গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

সখিগণ— গীত নং ৩৫।

যমুনারি কূলে, যাই চল সখি মিলে।
করিব কেলী আজি কুতূহলে॥
লয়ে শ্যাম নটবরে, রাধার ধরিয়ে করে;
ভাসিব ডুবিব, সে কালা জলে।
আও আও সবে আও, ঐ যমুনা উথলে॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।